২৪-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্-শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইস : ১১-০৯-১৭ মধুবন

।। সমর্থ হওয়ার লক্ষণ - তোমার সংকল্প, বচন, কর্ম, প্রকৃতি এবং সংস্কার বাবার সমান হবে ॥

আজ, রূহানী বাবা বচ্চাদের কাছে দিলারামকে দেওয়া হৃদয়ের সমাচার জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন । সবাই দিলারামকে হৃদয় দিয়েছ, তাই না ! যখন এক দিলারামকে হৃদয় দিয়েই দিয়েছ, তবে তাঁকে ছাড়া তোমার হৃদয় আর অন্য কিছুতেই দিতে পারোনা । দিলারামকে হৃদয় দেওয়া অর্থাত্ তাঁকে তোমার হৃদয়াসনে বসানো । একেই বলা হয় সহজ যোগ । বোধবুদ্ধি হৃদয়কে অনুসরণ করে । অতএব, হৃদয়েও দিলারাম আর মগজেও অর্থাত্ স্মৃতিতেও দিলারাম । আর কোনও স্মৃতি বা ব্যক্তি দিলারাম এবং তোমার মাঝখানে আসতে পারেনা - এই অনুভব হয় তোমার ? যখন তোমার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দিয়েই দিয়েছ অর্থাত্ তুমি তোমার স্মৃতি, সংকল্প, শক্তি সব বাবাকে দিয়েই দিয়েছ, তবে বাকি আর রইলো কি ? তোমার মন, বচন, কর্মে তো বাবারই হয়ে গেছ । তুমি নিজে এই সংকল্পও করেছ, এমনকি এও বলেছ, "আমি বাবার আর বাবা আমার ।" কর্মেও যে সেবা তুমি করো সেটাও বাবার সেবা, সেইজন্য এটা তোমার সেবা । এইভাবে তুমি এখন তোমার মনে, বচনে, কর্মে বাবার হয়ে গেছ, তাই না ! তাহলে কি মার্জিন বাকি আছে যেখান থেকে এখনো সামান্যতমও সংকল্প আসতে পারে ! যে কোনও সংকল্প বা কোনপ্রকার আকর্ষণ আসার দরজা বা জানালা খোলা থেকে গেছে কি ? যেকোন কিছুর আসার রাস্তাই হলো মন, বুদ্ধি, বাণী এবং কর্ম; সুতরাং, এই চারটে জিনিসের চেক করে দেখ, এইসবের কোনকিছু প্রবেশ করার জন্য তুমি কোনরকম মার্জিন তো ছাড়োনি ! কোনরকম মার্জিন আছে কি ? স্বপ্নও এর ওপরেই নির্ভর করে । যখন একবার বাবাকে বলেই দিয়েছ, এই সবকিছু তোমার, তখন বাকি আর কি থাকলো ? একেই নিরন্তর স্মরণ বলা হয়ে থাকে । বলার এবং করার মধ্যে কোনরকম প্রভেদ তো করোনা ? 'তোমার' মধ্যে 'আমার' মিক্স করে দাও না তো ? সূর্যবংশী অর্থাত্ গোল্ডেন এজড । এর মধ্যে কোনকিছু মিক্স হবেনা তো ! ডায়মন্ডও দাগহীন হতে হবে । কোনো দাগ থেকে যায়নি তো ?

যখন তুমি সংকল্প, কথা, প্রকৃতি বা সংস্কারের যেকোন দুর্বলতা সম্পর্কে বলো, তুমি কি বলো ? এটা আমার বিচার বা এটা আমার সংস্কার । যেমনই হোক, যা বাবার সংস্কার, সংকল্প; সেই একই, তোমার সংস্কার, সংকল্প । যখন বাবার মতো তোমার সংকল্প -সংস্কার হয়ে যায়, তখন এইরকম কথা তোমরা বলবে না, কি করব ? আমার স্বভাব সংস্কার এইরকম ! 'কি করব' , এই শব্দগুলোই দুর্বলতার । সমর্থ হওয়ার লক্ষণ হলো, সদাসর্বদা তুমি তোমার সংকল্পে, বচনে, কর্মে, স্বভাব-সংস্কারে বাবা সমান হবে । বাবার থেকে তোমার আলাদা হবে, এটা হতে পারেনা । সেইরকম আত্মার সংকল্পে, বচনে, সর্বক্ষেত্রে শুধু 'বাবা' 'বাবা' শব্দ ন্যাচারালভাবে হবে । আর কর্ম করাকালীন করণকরাবনহার করাচ্ছেন, এইরকম অনুভব হবে । বাবা যদি সবকিছুতে এসে যান তবে মায়া আসতে পারেনা । হয় বাবা থাকবেন, নয় মায়া । তোমরা লন্ডনবাসী তোমাদের স্মৃতিতে বাবাকে রেখে এবং অনুক্ষণ 'বাবা' 'বাবা' বলতে বলতে মায়াজিৎ হয়ে গেছ । উত্তরাধিকার যখন সদাকালের জন্য, স্মরণও তো সদাকালের জন্য হতে হবে ! সদাকালের জন্য তোমাকে মায়াজিৎও হতে হবে ।

লন্ডন, সেবার ফাউন্ডেশন স্থান । তবে ফাউন্ডেশন স্থানের বাসিন্দাবৃন্দ কি ফাউন্ডেশন সমান প্রতিরোধে সক্ষম ? কি করবো, কিভাবে করবো - এই ধরনের কোনো কমপ্লেন্ট নেই, তাইতো ? এত কিছু

করেও তোমরা মায়াকে ঘিরেই ড্রামা অভিনয় করছ । প্রত্যেক ড্রামায় মায়ার আসার না থাকলেও, আসে । মায়াকে ছাড়া বোধহয় ড্রামা বানাতে পারনা । তোমরা মায়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখাও । এখন সবকিছু পরিবর্তক স্বরূপ হয়, এমন ড্রামা দেখাও । তোমরা স্পষ্টতই মায়ার মুখ্য স্বরূপ কি তা' জানো । কিন্তু মায়াজিত্ হওয়ার পরে সেই মায়ার স্বরূপ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই ড্রামা দেখাও । যেমন কামের শরীর-অনুগত দৃষ্টি আত্মিক স্নেহে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনই সব বিকার পরিবর্তিত হয়ে যায় । সুতরাং, কি পরিবর্তন হয়েছে তা' প্র্যাকটিক্যালি অনুভবও করো এবং ড্রামাতেও দেখাও ।

লন্ডনবাসীর স্ব-উন্নতি এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য বিশেষ কি লক্ষ্য রেখেছ ? তোমাদের স্মৃতিতে বিশেষভাবে এটা থাকুক যে তোমরা ফরিস্তা এবং ফরিস্তার স্বরূপ কি, বোল কেমন, কর্ম কিরকম ! তখন তুমি নিজে থেকেই সবসময় ফরিস্তার মতো সবকিছু করবে । "আমি ফরিস্তা" "আমি ফরিস্তা" - স্মৃতিতে সদা এই ভাবনা লালন করো । যখন তুমি বাবার হয়েই গেছ এবং তোমার যা কিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ, তাহলে তুমি কি হলে ? হালকা ফরিস্তা হয়ে গেলে, তাই না ! সুতরাং, এই লক্ষ্যকে সম্পন্ন করার জন্য একমাত্র একটা শব্দ স্মরণ করো, সবকিছু বাবার, আমার কিছু নয় । যখন তুমি 'আমার' বলো, সেটাকে তখন 'তোমার' করে দাও । তাহলে আর কোনো বোঝা ফীল হবেনা । প্রতি বছর তোমরা ক্রমশঃ সামনে এগিয়ে যাবে । তোমরা ফরিস্তারা উড়তি কলায় যাচ্ছ, এই দৃঢ় নিশ্চয় তো আছে, তাই না ! তোমরা উপরে-নিচে, নিচে-উপরে তো হওনা ? আচ্ছা -

লন্ডননিবাসীদের মহিমা সবাই জানে । সবাই তোমাদের কোন দৃষ্টিতে দেখে ? মায়াজিত্, কারণ তোমরা পাওয়ারফুল ডাবল্ পালনা লাভ করছ । তোমরা বাপদাদার থেকে তো নিরন্তর পালনা লাভ করছই , আবার বাবা যাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন, তাদের থেকেও পাওয়ারফুল পালনা লাভ করছো । যখন তোমরা নিরাকার, আকার এবং সাকার এই তিন রূপ ফলো করবে তখন তোমরা কি হবে ? তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাবে , তাই না ! লন্ডনবাসী অর্থাত্ যাদের কোনো কমপ্লেন্ট বা কনফিউশন নেই । তোমরা সবাই অলৌকিক জীবন এবং স্ব-রাজ্য অধিকারী রাজা-রানী, তাই তো ! এই নেশা তোমাদের আছে তো ?

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

কুমারীরা সদা তাদের নিজের ভাগ্য দেখে পুলকিত । কুমারীগণ তাদের লৌকিক জীবনেও শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয় । এইভাবে নিজেদের মহান মনে করো ? অন্ততঃ এমনভাবে হ্যাঁ বলো যাতে সারা বিশ্ব এটা শুনতে পায় । বাপদাদা কুমারীদের তাঁর হৃদয়ের সিন্দুকে রাখেন, যাতে কারও নজর না লাগে । তোমরা এমনই অমূল্য রত্ন ! কুমারীগণ সদা পড়া এবং সেবাতেই বিজি থাকে । কুমারী জীবনেই বাবাকে পেয়ে গেছ, এর বেশী কিইবা চাই ! অনেক সম্পর্কে তোমাদের ঘুরতে হয়নি, তোমরা বেঁচে গেছ । একের মধ্যেই সব সম্পর্ক তোমরা খুঁজে পেয়েছ । নয়তো জানো কত ব্যর্থ সম্পর্ক হয়ে যেত ? শাশুড়ি, ননদ, বৌদিদের ... সেইসব থেকে তোমরা বেঁচে গেছ । না জালে আটকেছ আর না এর থেকে নিস্তার পাওয়ার সময় ছিলো । সবদিকে কুমারীরা ডাবল লাইট । কুমারীরা সদা বাবা সমান সেবাধারী এবং বাবা সমান সর্ব ধারণা স্বরূপ । কুমারী জীবন অর্থাত্ পিওর লাইফ । তাহলে পিওর আত্মারা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ! তাইতো বাপদাদা কুমারীদের মহান পূজ্য আত্মারূপে দেখেন । পবিত্র আত্মারা বাবার এবং সকলের প্রিয় হয় ।

নিজের ভাগ্যকে সদা সামনে রেখে সমর্থ আত্মা হয়ে সার্ভিসে সদা শক্তি ভরতে থাকো । এটা অতি পুণ্যের ! যা নিজের প্রাপ্ত হয়েছে তা' অন্যকেও করাও । ঐশ্বর্য বিতরণে তোমার ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যাবে - কুমারীরা, তোমাদের তো এইরকম শুভ সংকল্প রয়েছে, তাই না ! আচ্ছা ।

টিচারের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

বিশ্ব-শো'কেসে তোমরা বিশেষ শো-পীস, তাই না ! সবার নজর নিমিত্ত সেবাধারী এবং শিক্ষকের ওপর । সদা তোমরা স্টেজের ওপরে । কতবড় স্টেজ, তাইতো সেখানে অনেক লোক তোমাদের লক্ষ্য করছে । সবাই কিছু প্রাপ্তির আশা করে । সদা এটা স্মৃতিতে থাকে ? সেন্টারে থাকো নাকি স্টেজের ওপরে ? সদা তোমরা বেহদ আত্মাদের মাঝে সবচেয়ে বড় স্টেজে আছ । সুতরাং, দাতার সন্তান সদা দিতে থাকো এবং সবার ভাবনা আর ইচ্ছে পূরণ করো । মহাদানী এবং বরদানী হও, কারণ এটাই তোমার স্বরূপ । এই স্মৃতিতে সমস্ত সংকল্প, বচন আর কর্ম হিরো পার্টের সমান হতে হবে কারণ বিশ্বের আত্মারা তোমায় লক্ষ্য করছে । সদা স্টেজে থাকো ! নিচে এসো না ! নিমিত্ত সেবাধারীদের বাপদাদা তাঁর বন্ধু মনে করেন, কারণ বাবাও টিচার । তোমরা এমনই কাছের আত্মা । তোমরা অনুক্ষণ নিজেদের বাবার সাথে এবং তাঁর কাছের অনুভব করো ? যখনই তুমি বাবা বলো তো তিনি হাজার ভুজাসহ তোমার সাথে থাকেন । এই অনুভব করেছ তুমি ? যারা নিমিত্ত হয়েছে বাপদাদা এক্সট্রা সহযোগ দেন । এইজন্য অতি গর্বের সাথে 'বাবা' বলো । নেশায় বুঁদ হয়ে তাঁকে ডাকো, তিনি হাজির হয়ে যাবেন । বাপদাদা তো ওবিডিয়েন্ট, তাই না ! আচ্ছা ।

২৪-০৯-১৭ ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" মধুবন ১৩-০১-৮৩

একমাত্র স্ব-দর্শন চক্রধারী চক্রবর্তী রাজ্যভাগ্যের অধিকারী

সবাই নিজেকে স্ব-দর্শন চক্রধারী মনে করো ? স্ব-দর্শন চক্রধারীই চক্রবর্তী রাজ্যের শাসক হয়ে ভবিষ্যতের রাজ্যভাগ্যের অধিকার লাভ করে । স্ব-দর্শন চক্রধারী অর্থাত্ সমগ্র চক্রে তুমি যে ভিন্ন ভিন্ন পার্ট অভিনয় করেছ তাকে জানা । তোমরা সবাই এই বিশেষ দৃশ্যটা বুঝে নিয়েছ তো যে সারা চক্রে সর্বাংশে তোমরা হিরো পার্ট অভিনয় করা বিশেষ আত্মা ? এই অন্তিম জন্মে হীরেসম অমূল্য জীবন বানিয়ে, সমগ্র চক্রে সর্বত্রব্যাপী তোমরা হিরো পার্ট অভিনয় করেছ । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কি কি জন্ম নিয়েছ সব স্মৃতিতে আছে ? কারণ এই সময় নলেজেবেল অর্থাত্ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার । এটাই একমাত্র সময় যখন তোমরা তোমাদের সব জন্ম জানতে পারো, সেইজন্য তোমাদের পাঁচ হাজার বছরের জন্মপত্রিকা এখন জেনেছ । যখন কেউ তোমার জন্মপত্রিকা তোমাকে বলবে, খুব বেশি হলে দুই চার ছয় বছরের জন্মের কথা বলবে । কিন্তু তোমাদের সবাইকে বাপদাদা সব জন্মের জন্মপত্রিকা বলে দিয়েছেন । তবে তো তোমরা সবাই মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছ, তাই না ! সারা হিসাব চিত্রে দেখানো হয়েছে, তাই তো ? নিজের জন্মপত্রিকার ছবি দেখেছো তোমরা ? যখন তোমরা সেই ছবি দেখ তখন সেটা তোমাদেরই জন্মপত্রিকার ছবি এমন অনুভব করো নাকি মনে করো এই ছবি শুধু নলেজ বোঝানোর জন্য ? এই নেশা আছে তো যে তোমরা বিশেষ আত্মারা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নিজেদের পার্ট অভিনয় করছো ! ব্রহ্মা বাবার সাথে সাথে সৃষ্টির আদি পিতা এবং আদি মায়ের সাথে সারা কল্পে ভিন্ন ভিন্ন পার্ট অভিনয় করেছ, তাই না ! পুরো কল্পে ব্রহ্মাবাবার প্রতি যথারীতি প্রীতিপূর্ণ আচরণের দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ । তোমাদের নির্বাণধামে যাওয়ার তো

ইচ্ছে নেই, তাই না ? যারা আদি দেখেনি তারা আর কি দেখলো ? তোমরা সবাই সৃষ্টির আদি কতবার দেখেছো ! সেই সময়, সেই রাজ্য, নিজের সেই স্বরূপ, সেই সর্বসম্পন্ন জীবন, তোমরা স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারো নাকি স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয় ? নিজের আদি জন্ম অর্থাত্ প্রথম জন্ম আর এখন লাস্টের জন্ম, দুইয়েরই মহত্ব এখন তোমরা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছ তো ? দুইয়েরই মহিমা অপরমপার !

যেমন আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের প্রভেদ দেখাও আর সাথে সাথে দুজনকেই দেখাও, ঐরকম তোমরা সবাইও নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ আর দেবতা স্বরূপ দুটোই সামনে রেখে দেখ যে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা কত শ্রেষ্ঠ আত্মা থেকেছ । তোমরা তখন অনেক নেশা আর খুশির অনুভব করবে । যিনি তৈরি করছেন আর যারা (তোমরা) তৈরি হচ্ছে উভয়ের বিশেষত্ব আছে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের দুটো স্বরূপই দেখে হর্ষিত হন । তোমরা নম্বরক্রমে হলেও দেব আত্মা তো সবাই হবে, তাই না ! সবাই বিশ্বাস করে দেবতাগণ পূজ্য শ্রেষ্ঠ এবং মহান আত্মা । এমনকি লাস্ট নাম্বারের দেব আত্মা হলেও তবুও পূজ্য আত্মারা লিস্টে আছে । অর্ধেক কল্প তোমরা রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছ আর তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা মাননীয় আর পূজনীয় শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছিলে । এমনকি আজও, তোমরা দেখতে পাও, কিভাবে মানুষ তোমাদের চৈতন্য ব্রাহ্মণ রূপের এবং দেবতা রূপের চিত্র বিশ্বাসের সাথে পূজা করে । তাহলে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হতে পরে ? সদা এই স্মৃতি স্বরূপে স্থিত থাকো । তারপর তোমাদের বারবার নিচে থেকে উপরের স্টেজে যাওয়ার জন্য মেহনত করতে হবেনা ।

তোমরা সবাই যেখান থেকেই এসেছ, এই সময়ে তোমরা সবাই মধুবন নিবাসী । অতএব, তোমরা সব মধুবন নিবাসী সহজ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে গেছ, তাই না ! মধুবন নিবাসী হওয়া ভাগ্যবানের লক্ষণ কারণ মধুবনের গেটে আসা অর্থাত্ সদাকালের জন্য বরদান প্রাপ্ত হওয়া । স্থানেরও মহত্ব আছে । সব মধুবন নিবাসী বরদানী স্বরূপে স্থিত হয়েছ, তাই না ! সম্পন্ন হওয়ার স্টেজ তো তোমরা অনুভব করো, তাইতো ? কেউ সম্পন্ন স্বরূপ হলে নিরন্তর খুশিতে নাচে আর বাবার গুণ গায় । এমন খুশিতে নাচতে থাকো, তাহলে তারা তোমাকে দেখলে তাদেরও মন খুশিতে নাচতে শুরু করবে, ঠিক যেমন অন্যদের স্থূল ড্যান্স দেখে দর্শকের মনে নাচার জন্য উত্সাহ দেখা দেয় । সুতরাং, সদা এইভাবে নাচতে আর গাইতে থাকো । আচ্ছা ।

তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের এই বিশেষ চান্স কারণ তোমরা হারানিধি বাচ্চা । যখন ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে তখন তোমরা কি করবে ? ঠিক যেমন ভারতবাসী, তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের চান্স দিয়েছে, তোমরাও তেমন অন্যদের চান্স দেবে, তাই না ? অন্যের খুশিতে নিজের খুশি অনুভব করাই মহাদানী হওয়া ।

বরদানঃ- নম্রতা দ্বারা নব নির্মাণের গৃহীত কর্মভার পালন ক'রে নিরাশা এবং অভিমান থেকে মুক্ত হও

কখনো পুরুষার্থে নিরাশ হয়ো না । আমি এটা করবোই, এটা হতেই হবে । বিজয়মালা আমারই স্মৃতিচিহ্ন, এই স্মৃতিতে বিজয়ী হও । এক সেকেন্ড বা এক মিনিটের জন্যও নিরাশা নিজের মনের মধ্যে স্থান দিওনা । অভিমান আর নিরাশা এই দুটো জিনিসই তোমাকে বলবান হতে দেয়না । যাদের

অভিমান আছে তাদের অপমান হওয়ার ফিলিংসও অনেক, এইজন্য এই দুই বিষয়ে মুক্ত হয়ে নির্মাণ হও তবে নব নির্মাণের কার্য সদা করতে থাকবে ।

স্লোগানঃ- বিশ্ব সেবার সিংহাসনাসীন হলে রাজ্য সিংহাসনাসীন হয়ে যাবে ।